ধানবীজের সুপ্ততা

বীজের সুপ্ততা

পূর্ণ জীবনী শক্তিসম্পন্ন বীজ যখন অংকুরোদগমের সকল অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও অংকুরিত হয় না বা এক কথায় ঘুমিয়ে থাকে তখন বীজের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় বীজের সুপ্ততা বা ঘুমন্ত অবস্থা। ধান বীজের সুপ্ততাকে দুভাবে প্রকাশ করা যায়। শক্তি (প্রতিরোধ) এবং সময় (প্রাকৃতিকভাবে স্থায়ীত্বকাল ২-১২ সপ্তাহ)।

বীজের সুপ্ততা থাকার উপকার/অপকার

- সুপ্ততার ফলে বৃষ্টির দিনে বা ভিজা আবহাওয়ায় ধান বীজ যখন মাঠে থাকে বা গাদা করে রাখা হয় তখন অংকুর গজায় না।
- অন্যদিকে বীজ সুপ্ত থাকলে ধান কাটার পরপরই তা বীজ হিসেবে পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহার করা যায় না।

বীজের সুপ্ততার কারণ

- বীজের শক্ত বহিরাবরণ যা বীজের আভ্যন্তরে পানি প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।
- বীজের শক্ত বীজাবরণ যা বীজের অভ্যন্তরে অক্সিজেন প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।
- অসম্পূর্ণ ভ্রূণ।
- অংকুরোদগম দাবিয়ে রাখতে সক্ষম এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি (যেমন-ফেনোলিক যৌগসমূহ, স্যালিসাইলিক-এসিড ইত্যাদি)।

বীজের সুপ্ততার শ্রেণীবিভাগ

তীব্রভাবে সুপ্তবীজ ঃ যেসব বীজ বহুদিন পর্যন্ত সুপ্ত থাকে এবং ৫০° সে. তাপমাত্রায় ৪ দিন রাখার পর সুপ্ততা ভাংগানো যায় না। যেমনঃ নাইজারশাইল ধান বীজের সুপ্ততা।

মধ্যম সুপ্ত বীজ ঃ যেমন বীজ ৫০° সে. তাপমাত্রায় ৪ দিন রাখার পর সুপ্ততা ৫০ ভাগের বেশী ভাংগানো যায় না। যেমনঃ আই আর ২০, আই আর ৫ ধান বীজের সুপ্ততা।

দূর্বলভাবে সুপ্ত বীজ ঃ যেসব বীজ ৫০° সে. তাপমাত্রায় ৪ দিন রাখার পর সুপ্ততা সম্পূর্ণরূপে ভেংগে যায়। যেমনঃ উফশী ধান জাতগুলোর বীজের সুপ্ততা।

সুপ্ততাবিহীন বীজ ঃ যেসব বীজ পাকার সাথে সাথে অংকুরোদগমের ক্ষমতা রাখে। যেমনঃ ব্রি ধান২৬ ধান বীজের সুপ্ততা।

বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গার উপায়

তাপমাত্রা ঃ শুকনা বীজ ৪-৫ দিন ৫২° সে. তাপমাত্রায় রাখলে অধিকাংশ বীজের সুপ্ততা ভেঙ্গে যায়। তবে তীব্র সুপ্ত বীজের সুপ্ততা ভাংতে ৭-১০ দিন সময় লাগে।

রাসায়নিক উপায়ে ঃ ভেজা বীজ ০.১ শতাংশ নাইট্রিক এসিড দ্রবনে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে সুপ্ততা ভেঙ্গে যায়।

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান গাছ পরিচিতি

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd